বিষয়বস্তুঃ সুদের ভয়াবহ পরিণাম

শাওয়াল মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(২১ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী, ১২ মে ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৯৪

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ❁ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

ঈমানদার ভাই সকল ! আজ শাওয়াল মাসের ২১ তারিখ। আজ আমাদের বিষয়বস্তু হল, সুদের ভয়াবহ পরিণাম। মনে রাখবেন, সুদ হল, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি মারাত্মক অভিশাপ। যাকে আমরা ইংরেজি ভাষায় ‘ইন্ট্রেস্ট’ বলে থাকি। এই সুদ বা ইন্ট্রেস্টের মাধ্যমে বর্তমান গরিব-মধ্যবিত্ত সমাজকে নিরবভাবে শোষণ করা হচ্ছে।

জেনে রাখা দরকার, বর্তমান সমাজে অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ কিংবা পরক্ষভাবে সুদের কারবারে জড়িত। আজ

থেকে দেড়হাজার বছর পূর্বে নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করে সতর্ক করে গেছেন। সুনানে আবূ দাঊদের ৩৩৩১ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ

"মানুষের মাঝে এমন একটা সময় আসবে, যখন কেউ সুদ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না। যদি সে প্রত্যক্ষভাবে সুদ না খায়, তাহলে সে পরক্ষভাবে সুদের জড়িয়ে পড়বে।" হাদীসের সূত্রটি যদিও দুর্বল তবুও উলামায়ে কিরামগণ সুদ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য পেশ করে থাকেন। সেজন্য আমাদেরকে আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সুনানে ইবনে মাজার ১৮৬০ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রযি) নিজের শাসনামলে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন যে,

اِنَّ اٰخِرُ مَا نَزَلَتْ اٰيَةُ الرِّبٰوا، وَاِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَ لَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوْا الْرِّبٰوا وَالرِّيْبَةَ

"মুআমালাত অর্থাৎ আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়েছিল, সুদের আয়াত। তার মৌলিক ব্যাখ্যা তিনি যদিও করে গিয়েছেন, তবে সবিস্তারে ব্যাখ্যার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করে গেছেন। তাই তোমরা সুদ এবং সুদের সন্দেহ উভয়কে বর্জন কর।" হযরত উমরের এ উক্তি দ্বারা বোঝা গেল, লেনদেনের মধ্যে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। তা নাহলে হয়ত অজ্ঞাতবসরে সুদে লিপ্ত হয়ে পড়তে হবে।

সুধী বন্ধুগণ ! সে জন্য আজ আমরা সুদমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সুদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনব, ইনশা আল্লাহ।

প্রথমে মনে রাখবেন, পবিত্র কুরআনের ৪টি সূরার মধ্যে সর্বমোট ১২টি স্থানে সুদ সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। আমরা এখানে তার মধ্য হতে ৩টি আয়াত লক্ষ্য করি।

(১) সূরা আল ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يٓا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبٰوا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ط وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে করে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।” এ আয়াতের মধ্যে কাউকে ঋণ দেওয়ার পর তার কাছ থেকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। চক্রবৃদ্ধি সুদ কাকে বলে ? এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

(২) সূরা বাকার ২৭৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

“আল্লাহ রব্বুল আলামীন বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।” এ আয়াতের মধ্যে একটি সংশয় নিরসন করা হয়েছে। সেটা হল অনেকে বলে থাকেন যে, বেচাকেনার মধ্যে যেমন মালের আসল মুল্যের উপর বর্ধিত মুনাফা নেওয়া হয়, সুদের

মধ্যেও তো তেমনই আসল ঋণের উপর বর্ধিত মুনাফা নেওয়া হয়, তাহলে বেচাকেনাকে হালাল আর সুদকে হারাম করা হল কেন ? উভয়টা হালাল হওয়া উচিৎ।

এর জওয়াব হল, কুরআনের উলামায়ে কিরামগণ এর দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি কারণ হল, বেচাকেনার মালগুলিতে যে বর্ধিত মুনাফা নেওয়া হয়, সেটা মানুষের সময় ও পরিশ্রমের বদলে মুনাফা নেওয়া হয়। আর আসল ঋণের উপরে যে বর্ধিত মুনাফা সুদ হিসাবে নেওয়া হয়, সেটা কোন পরিশ্রমের বিনিময়ে নেওয়া হয় না।

দ্বিতীয় কারণ হল, মানুষ টাকা পয়সা থাকলে নিত্যপ্রয়োজনে স্বেচ্ছায় বেচাকেনা করে। পক্ষান্তরে মানুষ সাধারণত বিপদে না পড়লে কখনও ঋণ করে না। সুতারাং সেই বিপদের সময় তার ঋণের উপর সুদ চাপান একটি অমানবিক আচরণ এবং যুলুম বটে। সেজন্যই আল্লাহ তায়ালা সুদকে হারাম করেছেন, আর বেচাকেনাকে হালাল করেছেন।

(৩) অনুরূপভাবে এর পরের আয়াতে অর্থাৎ সূরা বাকারার ২৭৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ "আল্লাহ তায়ালা সুদকে মিটিয়ে দেন, আর সদ্‌কাকে বৃদ্ধি করে দেন।" এ আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে, সুদ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সংকট টেনে আনে। আর সদকা মানুষের অর্থ-সম্পদে বরকত বৃদ্ধি করে। আসুন আমরা একথাটি বাস্তবে মিলিয়ে দেখি।

বিশুদ্ধ তাফসীরের কিতাবগুলিতে এ আয়াতের বাস্তব ব্যাখ্যা এভাবে লেখা আছে যে, অসহায় মানুষদের বিপদ-আপদে তাদেরকে ঋণ দিয়ে তার উপর সুদ গ্রহণ করলে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, কিছু মুনাফা বৃদ্ধি হচ্ছে, তবে প্রকৃতপক্ষে তাতে ওই সমস্ত গরিবদুঃখী, অসহায় মানুষদের অভিশাপ মেলে। কেননা তার কর্তব্য ছিল, বিপদের সময় মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে সুদবিহীন ঋণ দেওয়া। কিন্তু তা না করে বরং তার ঋণের উপর সুদ চাপান এক প্রকারের যুলুম এবং শোষণ। আর আল্লাহ

তায়ালা যুলুমকে কখনও বরদাস্ত করেন না। যার ফলে বান্দার পক্ষ থেকে অভিশাপ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অমঙ্গল নেমে আসে। তাই বলা হয়েছেঃ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا আল্লাহ তায়ালা সুদকে মিটিয়ে দেন।”

পক্ষান্তরে যদি বিপদের সময় মানুষ মানুষকে সুদবিহীন ঋণ দেয়, অথবা তাকে দান-সদকা করে, তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও মনে হচ্ছে যে, কিছু অর্থ-সম্পদ কমে গেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে সেই অসহায় মানুষের দুআ ও আশীর্বাদ পাওয়া যায়। যার ফলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার সম্পদে বরকত বৃদ্ধি করে দেন। তাই কুরআনে বলা হয়েছেঃ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ “আর আল্লাহ সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন।” এটাই হল, এ আয়াতের বাস্তব ব্যাখ্যা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বুঝ দান করুন।

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! এবার আমরা আলোচনা করব, ইসলাম ধর্মে সুদ কাকে বলে এবং কয় প্রকার ? যাতে করে আমরা সুদ থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

জেনে রাখা দরকার, ইসলাম ধর্মে সুদকে আরবী ভাষায় 'রিবা' বলা হয়। কুয়েত ফিকাহ বিশ্বকোষ কিতাবে রিবা' অর্থাৎ সুদের অধ্যায়ে লেখা আছে, ইসলামী শরীয়তে 'রিবা' কিংবা সুদ ওই অর্থ-সম্পদকে বলা হয়, যেটা পারস্পারিক লেনদেনে কোন এক পক্ষকে কোন প্রকারের বিনিময় ছাড়া চুক্তি মোতাবিক অতিরিক্ত দেওয়া হয়।

সুধী বন্ধুগণ ! সুদ শুধুমাত্র টাকা-পয়সার ঋণের মধ্যেই সিমাবদ্ধ নয়। বরং টাকা পয়সা ছাড়াও ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যের লেনদেনের মধ্যেও সুদ হয়। এ জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদ মূলত দু'প্রকার। (১) 'রিবাল কর্‌য' অর্থাৎ ঋণের সুদ, (২) 'রিবাল ফয্‌ল' অর্থাৎ ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্য লেনদেনের সুদ। এ দু'টি ছাড়া সুদের আরও একটি প্রকার হল, বন্ধকী সুদ। আমরা পরস্পর সুদের ৩টি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

'রিবাল কর্‌য' অর্থাৎ ঋণের সুদ বলা হয়, টাকা-পয়সা কাউকে ঋণ দেওয়ার পর ঋণদাতা ঋণগ্রহণকারীর নিকট থেকে চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হলে আসল ঋণের

উপর অতিরিক্ত মুনাফা আদায় করে থাকে। এটাকে বলা হয়, ‘রিবাল কর্‌য’ অর্থাৎ ঋণের সুদ। যেমন উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে ১০০ টাকা ঋণ দিল এই শর্তের সাথে যে, প্রতিমাসে ওই ১০০ টাকা ঋণের উপর ১০ টাকা করে সুদ দিতে হবে। অতএব, ১২ মাসে ১০০ টাকা ঋণের উপর ১২০ টাকা সুদ হবে। ঋণের সুদের এই পদ্ধতিটাকে ‘সিম্পল ইন্ট্রেস্ট’ অর্থাৎ সরল সুদ বলা হয়।

‘রিবাল কর্‌য’ অর্থাৎ ঋণের সুদের আর একটি পদ্ধতি হল, চক্রবৃদ্ধি সুদ। যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয়, কম্পাউন্ড ইন্ট্রেস্ট। যেমন এক ব্যক্তি কাউকে ১০০ টাকা এই শর্তের সাথে ঋণ দিল যে, এক মাস পার হলেই ১০ পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে। অর্থাৎ প্রথম মাস পার হলে ১০০ টাকা ঋণের উপর ১০ টাকা সুদ যোগ করে মোট ১১০ টাকা হবে। অতঃপর দ্বিতীয় মাস পার হলে এবার শুধু আসল ঋণ ১০০ টাকার উপরে সুদ চাপবে না। বরং আসল এবং ইন্ট্রেস্ট দু’টি মিলে টোটাল ১১০ টাকার উপর আবার ১০ পার্সেন্ট সুদ চাপবে। অতএব দ্বিতীয় মাসে ১১০ টাকার

উপর ১১ টাকা সুদ চাপলে মোট ১৩১ টাকা হয়ে যাবে। এভাবে প্রতিমাসে আসল ঋণ ও বর্ধিত সুদের উপর আবার সুদের চক্র ঘুরবে। এজন্য এই পদ্ধতিকে বলা হয়, চক্রবৃদ্ধি সুদ।

মনে রাখবেন, ইসলামী শরীয়তে সমস্ত প্রকারের সুদ হারাম। তবে পৃথিবীতে যত রকম সুদ প্রচলিত আছে, তার মধ্যে চক্রবৃদ্ধি সুদ হল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সুদ। কেননা, এই পদ্ধতির সুদে গরীব মানুষেরা একেবারেই নিঃস্ব ও সর্বহারা হয়ে যায়। তাই ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগে যতপ্রকার সুদ প্রচলিত ছিল, তার মধ্য থেকে কুরআন করীমের মধ্যে শুধুমাত্র চক্রবৃদ্ধি সুদের আলোচনা করা হয়েছে। সুদের বাকি প্রকারগুলির আলোচনা হাদীসের মধ্যে এসেছে। সূরা আল ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াতে চক্রবৃদ্ধি সুদ নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يٓا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبٰوا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে করে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।”

জেনে রাখা দরকার, কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর জাহিলী যুগ থেকে সুদের যত রকম পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে সবগুলিকে হারাম ঘোষণা করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সহীহ মুসলিমের ১২১৮ নম্বর হাদীসে হযরত জাবির (রযি) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণে তিনি বলেছিলেনঃ

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ

“জাহিলিয়াতের সমস্ত সুদ (আজ থেকে) বন্ধ। আমি সর্ব প্রথম আমাদের বংশের সুদ অর্থাৎ আমার চাচা

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ পরিপূর্ণ বন্ধ করলাম।”

মুহতারম ভাই সকল ! এবার আমরা খুবই সংক্ষেপে ‘রিবাল ফয্ল’ অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের সুদ সম্পর্কে আলোচনা করব। মনে রাখবেন, ‘রিবাল ফযল’ বলা হয়, যে সমস্ত বস্তুসামগ্রী ওজনে অথবা নির্দিষ্ট একটি পরিমাপে লেনদেন করা হয়, চাই সেটা অখাদ্য সামগ্রী হোক, যেমন উদাহরণ স্বরূপ সোনা, রুপো, লোহা, পিতল, তামা, ষ্টীল ইত্যাদি। অথবা খাদ্য সামগ্রী হোক, যেমন চাল, গম, চিনি, আটা, খেজুর, লবন, তেল ইত্যাদি। এগুলি যদি উভয় পক্ষ একই শ্রেণীর বস্তুর সাথে লেনদেন করে, তাহলে কম বেশির তারতম্য হলেই সুদ হবে।

আমরা এ বিষয়ে সহীহ মুসলিমের ১৫৭৫ নম্বর হাদীসটি লক্ষ্য করি। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রযি) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى الآخِذُ والمُعْطِي فيه سَواءٌ

“সোনা সোনার বিনিময়ে, রুপো রুপোর বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, জব জবের বিনিময়ে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে, লবন লবনের বিনিময়ে সমপরিমাণে এবং নগদ লেনদেন কর। সুতরাং যে ব্যক্তি বেশি দিবে অথবা বেশি নিবে, সে সুদ গ্রহণ করবে। আর সুদগ্রহণকারী এবং সুদদাতা উভয়ই সমপর্যায়ের অপরাধী।” এ হাদীসের অর্থ হল, একই শ্রেণীর বস্তুসামগ্রী লেনদেনের ক্ষেত্রে কম-বেশি করলে সুদ বলে গণ্য হবে। এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় ‘রিবাল ফয্ল’ অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের সুদ বলা হয়।

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলি ! যাইহোক, আমরা এ পর্যন্ত সুদের দু’টি মৌলিক প্রকার শুনলাম। এবার আমরা বন্ধকী সুদ সম্পর্কে জানব। বন্ধকী সুদ বলা হয়, কোন ব্যক্তিকে তার বিপদের সময় কিংবা কোন প্রয়োজনে ঋণ দেওয়া এবং সেই ঋণ আদায়ের ভরসা স্বরূপ তার কোন চাষযোগ্য

জমি কিংবা কোন বস্তু নিজের কাছে বন্ধক রাখা। অতঃপর সেই বন্ধকের জমি চাষ করে কিংবা বন্ধকের বস্তুটি ব্যবহার করে ফাইদা হাসিল করা। আবার পরিপূর্ণ ঋণ ফেরত দিলে বন্ধকের জমি কিংবা বস্তুটি পুনরায় ফেরত দেওয়া। এটাকে বলা হয় বন্ধকী সুদ।

মনে রাখা দরকার, মানুষের বিপদে তাকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করা অবশ্যই নেকীর কাজ। আর ঋণ ফেরতের ভরসার জন্য কোন বস্তুকে বন্ধক রাখাটাও আমাদের শরীয়তে জাইয। তবে বন্ধকের বস্তু থেকে এভাবে ফাইদা উঠান হারাম। জামে সগীর কিতাবের ৬৩১৮ নম্বর হাদীসে হযরত আলী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবিজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا "যে ঋণ কোন ফাইদা বা উপকার টেনে আনে, সেটি সুদ বলে গণ্য হবে।" হাদীসটির সূত্র দুর্বল হলেও সকল উম্মতের এ বিষয়ে ঐক্যমত আছে। এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, বন্ধকের বস্তু থেকে ফাইদা অর্জন করা হারাম।

ঘটনাঃ এ বিষয়ে আমরা একটি ঘটনা শুনে আজকের বয়ান শেষ করব, ইনশা আল্লাহ। ঘটনাটি ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লার ঘটনা। একবার ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এক ব্যক্তিকে কিছু দিরহাম ঋণ দিয়েছিলেন। ঋণ পরিশোধের যখন সময় হয়ে গেল, তখন তিনি ঋণগ্রহণকারীর বাড়িতে তাগেদা করতে গেলেন। সময়টা ছিল প্রচণ্ড গরমে দুপুরে রোদের সময়। তিনি যখন ঋণগ্রহণকারীর বাড়িতে গেলেন, তখন বাড়ি ওয়ালা দুপুরে বিশ্রাম করছিলেন। কি চমৎকার আদর্শ দেখুন, প্রথমত তিনি এত বড় মহান ব্যক্তি হয়েও বাড়ি ওয়ালাকে নিজের পাওনা আদায়ের জন্য জাগালেন না। দ্বিতীয়ত তিনি কঠিন গরমে তীক্ষ্ণ রোদে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেখানে বাড়ি ওয়ালার ঘরের ছায়া ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সেই ছায়ায় বসলেন না।

কিছুক্ষণ পর যখন বাড়ি ওয়ালা বের হয়ে দেখলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ) দাঁড়িয়ে আছেন, তখন বাড়ি ওয়ালা লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি রোদে

দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? আমার ঘরের এই ছায়াতে বসতে পারতেন তো ?

ইমাম আবূ হানীফা (রহ) জওয়াবে বললেনঃ ঋণ দেওয়ার পর ঋণগ্রহণকারীর নিকট থেকে কোন রকম ফাইদা উঠান সুদ বলে গণ্য হয়। আমার নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা ঘোষণা করে গেছেন। তাই আমি 'আবূ হানীফা' তোমার ঘরের ছায়ায় বসে উপকার গ্রহণ করা অনুচিত মনে করলাম। সুবহানাল্লাহ ! তিনি কত বড় মাপের মুত্তাকী পরহেযগার ছিলেন। যদিও ঋণগ্রহণকারীর ঘরের দেওয়ালের ছায়া গ্রহণ করা জাইয ছিল। কিন্তু তিনি তাকওয়াকে অবলম্বন করলেন। তিনি যেমন প্রকাশ্য সুদ থেকে বেঁচে থাকতেন, তেমন সুদের সন্দেহ থেকেও পরহেয করতেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সুদ এবং সুদের গন্ধ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল

নির্দেশনাঃ

মুহতারম ! আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের মিম্বার ও মিহরাব বিভাগে সদস্য হতে সহযোগিতা করুন। সদস্য হওয়ার জন্য 97-32-32-32-12 নম্বরে (১) নিজের নাম, (২) হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর, (৩) মসজিদের নাম (পূর্ণ ঠিকানা সহ) পাঠাতে হবে।

মনে রাখবেন, আমাদের এ মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ একটি অরাজনৈতিক নিছক ধর্মীয় সংস্থা। এ দ্বারা ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান প্রচার করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব ধর্ম, দেশ ও সংবিধান বিরোধী কোন ব্যক্তি এর সদস্যপদ গ্রহণ করবেন না।